পাগলা হাওয়ায় পাতার নাচন

বৈশাখ ১৪৩৩

নবজন্মের ঘ্রাণ
সৌহার্দ সিরাজ

চৈত্র শেষের বিশীর্ণ পাতায়
ঝরে যাক পুরোনো দিনের জীর্ণতা

আজ হোক নতুনের জয়গান বিজয়ের উল্লাস
বৈশাখী রোদে ধুয়ে যাক দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের মলিনতা।

সবুজ পাতার ফাঁকে আজ নতুন সূর্য উঁকি দেয়
নববর্ষ মানে ক্যালেন্ডারের পাতা বদলানো নয়
নিজের ভেতর এক টুকরো শুদ্ধ আকাশ খুঁজে পাওয়া
এ যেন নবজন্মের ঘ্রাণ
যাত্রা শুরুর সাহসের অঙ্গীকার

বৃত্তবন্দী
মোঃ বাকী বিল্লাহ

জানি না কতটা, আসতে পেরেছি কাছে
জানি না কতটা, থাকতে পেরেছি দূরে
ভালোবাসা আমি নিয়েছি যতটা একা
একাই আমি বেড়াই ঘুরে ঘুরে!

বিশ্বাস ব'লে যদি কিছু থাকে পৃথিবীতে
অবিশ্বাস আছে, তার চেয়ে কিছু বেশি
বারে বারে তুমি ছুঁড়ে ফেলো দাও দূরে
তবুও বারবার অবহেলা পেতে আসি!

প্রেমহীনতা কাঁদায় না আমাকে আর
প্রকৃতিতে আমি ছড়িয়ে দিয়েছি আমার পূর্বাপর
বৃত্তবন্দী উদ্বৃত্ত জীবন নিয়ে
যত্নে সাজাই আর কারো বাঁধা ঘর!

জন্ম থেকে কষ্টের দায় নিয়ে
নিয়ত আমি নিয়তি'র পথে হাঁটি
নিজের মনে নিজে আমি যাযাবর
নেই আমার কেউ, আমি ই শুধু আমার!

বেপরোয়া প্রলেতারিয়েত
স ম তুহিন

বৈশাখের বারান্দায় বসে
রোদ–এখন
পায়ে পা তুলে অরিজিৎ শুনছে
একটু আগে ছিল উঠোনে
মলাটের রঙ বদলে যায়–
হায়রে জীবন!
আরেকটু লম্বা হ–
হায়রে জীবন!
আমাকে রোদ বানিয়ে দে–
হায়রে জীবন!
আরো মুঠো কয়েক
পান্তা খাবার সুযোগ করে দিস–
হায়রে জীবন!
তুই তো জানিস
বৈশাখ আমার বারো মাস
বারো মাস আমি বেপরোয়া প্রলেতারিয়েত।
হায়রে জীবন!
অবাক হয়ে দেখি
এ বৈশাখেও আমি
বেপরোয়া প্রলেতারিয়েত হয়েই আছি–

লাল সবুজে আঁকা
নাজমুল হাসান

দমকা হাওয়ায় মেঘ গুড় গুড়
বৃষ্টি এনেছে সাথে
বৈশাখ এলো বৈশাখী রূপে
ঘুম পাড়ানীয়া রাতে।

আমার দোকানে হালখাতা আজ
শালের পাতায় মিষ্টি,
রঙিন কাগজে সাজানো স্বপ্ন
হঠাৎ তুমুল বৃষ্টি।

চৈত্র শেষে বৈশাখ মানে
পুরনো বাকীর খাতা-
পরিশোধ করে নতুন হবে
আগামী খাতার পাতা।

পুরনো দিনের ক্লান্তি মুছে
নতুনের পথে ডাকা
সবার হৃদয়ে বৈশাখ থাক
লাল সবুজে আঁকা।

আমরা আনিব
প্রাণকৃষ্ণ সরকার

আমরা আনিব সাম্য মৈত্রী
মিলনের মহাকাল
আমরা আনিব তমসা ভেদী
নতুন সূর্য সকাল।

মরু গিরি বন সাগর ছাড়িয়ে
বাঁধার পাহাড় দুপায়ে মাড়িয়ে
আমরা আনিব মানবতার মুক্তির শৃঙ্খলা।

আমরা আনিব নব বসন্ত
ধরণীতে সুসময়
কবিতার সাথে ধ্বনিত হবে
কবিদের মহাজয়।

পহেলা বৈশাখ
আবুল হোসেন আজাদ

নতুন আশার পরাগ মেখে
কে দিয়ে যায় ডাক
এ যে আমার নতুন বছর
পহেলা বৈশাখ।

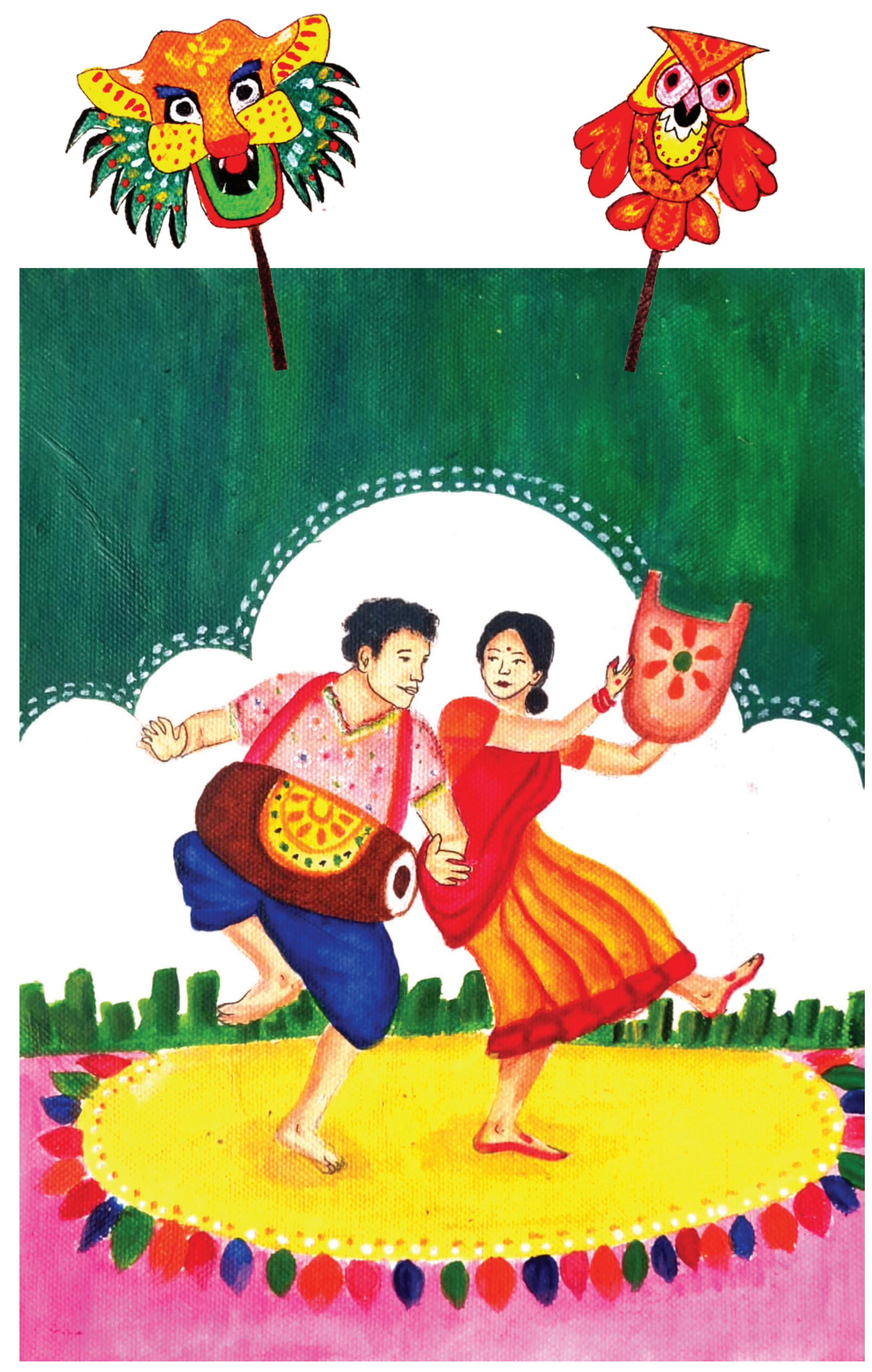
উঠোন জুড়ে মায়ের হাতের
বৈশাখী আলপনা
জাগায় নতুন স্বপ্ন এবং
আশার উদ্দীপনা।

পুরনো দিন স্মৃতি রেখে
নতুন আলোর ভোর
খুলে দিল বৈশাখে আজ
সম্ভাবনার দোর।

বৃষ্টির হালখাতা চাই
মনিরুল বারী

বুনোফুল, ফসলের হাহাকার দিন
জলহীন তীব্র তেষ্টার চিৎকার বোঝা যায়।
তপ্ত দুপুর জুড়ে হল্কা আগুন হাওয়া
প্রকৃতির নিষ্ঠুর খেলা বোঝা দায়!

বাতাসের বিরামচিহ্ন, অভিন্ন রাত আর দিন
একই খেলায় মত্ত দহনের ক্ষণ।
পুড়ে গেছে পাতা, দূরে গেছে ছাতা
বৃষ্টির হালখাতা চায় এই দগ্ধ পোড়া মন।



ছবি : সানজিদা আহমেদ রোদসী
৮ম শ্রেণি, সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ : মোঃ কামরুজ্জামান রাসেল, বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী, সুলতান মাহমুদ রতন
সম্পাদক : আহমেদ সাব্বির । নামলিপি : স ম তুহিন । গ্রাফিক্স : শেখ মোস্তফা
শুভেচ্ছা : ৩০ টাকা প্রাপ্তিস্থান : ম্যানগ্রোভ, সাতক্ষীরা

একটি গোলপাতা প্রকাশনা

বৈশাখের গান
শামসুর রাহমান

এলো নববর্ষ শুভ নববর্ষ
রৌদ্রদগ্ধা দূর দিগন্ত বলছে আজ।
এলো নববর্ষ পুষ্প নিবিড়
এই উদ্যান বলছে আজ।

হৃদয়ে জড়ানো চৈতি স্মৃতির কান্না
দৃষ্টিতে জ্বলে জীবন রাঙানোর পান্না
জীবন দৃপ্ত ধূধূ প্রান্তর বলছে আজ।

কবি-চোখের মতো সন্ধানী চোখ
বলে সারা বিশ্বের মঙ্গল হোক।

ভূষণ ছড়ানো শুভ অশুভের দ্বন্দ্বে
বৈশাখী ঝড় আসে উদ্দাম ছন্দে
শঙ্কা উড়িয়ে বৈশাখী ঝড় বলছে আজ।

দুই

বৈশাখেরই অগ্নি ঝালর
দহন আনে হৃদয় জুড়ে
তখন মধুর বৃষ্টিধারা
লুকিয়ে থাকে অনেক দূরে।

রুক্ষপথে ধূলির ঝড়ে অশ্ব হয়ে
দিকবিহীন ক্লান্ত আমি যাচ্ছি ক্ষয়ে
হঠাৎ হৃদয় চমকে ওঠে
সঞ্জীবনী গানের সুরে।

দুপুরবেলা আকাশ যখন নীল
করুণ সুরে ডাকে শঙ্খচিল।

শঙ্খচিলের গগন জোড়া ডানার গানে
বৈশাখী দিন কেমন যেন স্বপ্ন আনে
চোখের নতুন স্বপ্ন নিয়ে
ভাসাই ভেলা সমুদ্দুরে।

স ম্পা দ কী য়

ঢাক বাজে ঢোল বাজে মহা হৈ চৈ
বৈশাখ এলে মন নাচে থৈ থৈ।
আনন্দ হাসি গান
আত্মায় লাগে টান
উচ্ছ্বাসে উল্লাসে বাঁধ ভাঙে ওই
বৈশাখ এলে মন নাচে থৈ থৈ।
ঝরাপাতা রোদ্দুর রঙচটা ফুল
পাগলা হাওয়ায় ওড়ে মেঘকালো চুল
ধুলো মাখা মেঠোপথ
নতুনের মহরত
গাছে গাছে দোল খায় আমের মুকুল
মায়াবতী নিসর্গ আবেগে আকুল।

হাটখোলা বটতলা তটিনীর কোল
উৎসবে পার্বনে জাগে হিল্লোল।
চারিদিকে কত রঙ
বাজে বাঁশি সাজে সঙ
পালাগান বলিখেলা বাজছে মাদল
শালপাতা চেটেপুটে হালখাতা খোল।

বৈশাখ এলে মন নাচে ধিক তাক
বাঙালির অন্তরে নতুনের ডাক।
ব্যর্থতা মুছে ফেলে
পুরাতন দূরে ঠেলে
অন্তরে সুদিনের বারতা ছড়াক
নতুন স্বপ্ন নিয়ে এল বৈশাখ।

বৈশাখের শক্তি
গদ্য
বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী

বৈশাখ বহু বিচিত্র পথে আসে আমার কাছে। তার পথের পাশে আমার বাড়ি। তাই আমি সৌভাগ্যবান।

এই পথ সুদূর অতিক্রমণের। মোড়ে মোড়ে তার কত বিচিত্র উপাদান মিশেছে, সে হিসাব আমার জানা নাই। তবে উত্তর গোলার্ধে একুশে মার্চের পরে সূর্যের উত্তরায়ণ প্রগাঢ় হয়, উষ্ণ শিহরণ বয়ে যায়, দক্ষিণ থেকে ওঠে মৃদু-মন্দ হাওয়া; শীতের কুণ্ঠাকুঞ্চিত খোলস থেকে নতুন প্রাণ বের হয়, তারই পরিণতি পরিণত বৈশাখ।

শুধু তাই নয়, বৈশাখ দারুণ তাপে ক্ষণ গোনে বর্ষার। সেই পোড়া প্রতীক্ষার ফলই বর্ষা, বৈশাখ তাই বর্ষার কুসুমও।

যেমনটি বলছিলাম, এই সমস্ত প্রাণসঞ্চারী স্ব-আয়োজন ছড়িয়ে আছে তার পথে পথে, তারই ডাক ধরে প্রতিটি অনু-পরমাণুতে। হাজার বছর ধরে এই জনপদ সেই "ডাক ও সাড়া"-র প্রকাশ ঘটিয়েছে মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যগত সৃজনের মাধ্যমে। তা প্রথমত স্বাভাবিক, দ্বিতীয়ত কৃতজ্ঞতাবোধে আচ্ছাদিত, ঠিক যেমনটি উত্তর মেরুতে অরোরা বা মেরুজ্যোতি দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়, আর মুগ্ধ হয়ে তার মুখ থেকে বের হয় "আহ!", কখনো "ওহ!"। এ আওয়াজ স্বাভাবিক ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

এই যে প্রকাশ, তা যদি মানুষের আত্মিক শান্তি ও জীবন-জীবিকার অংশ হয়ে যায়, তবে তার লালন-পালন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বইতে থাকে। আর এভাবেই তা হয়ে ওঠে একটি জনপদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের ক্ষেত্রে বৈশাখ তাই।

আমাদের বর্তমানের কাজ এই ধারাটিকে বয়ে বেড়ানো। তাতে একদিকে আমাদের পূর্বসূরীদের প্রচেষ্টাকে সম্মান দেখানো যেমন হবে, তেমনি আগামীর কাছে আমাদেরকে অর্থবহ করে তুলবে। নচেৎ এই বর্তমানের ধারক হিসেবে আমরা অতীত ও ভবিষ্যতের বড়ো ফারাক রচয়িতা হিসেবে তারই অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়ে চির বিস্মৃত হব। ■

পহেলা বৈশাখ
সুপদ বিশ্বাস

আয় খোকা আয় ছোট্ট খুকি
সুয্যি দ্যাখ্ ঐ দিচ্ছে উঁকি
ঘুমকে দূরে রাখ্
নতুন সাজে ফিরছে আবার
পহেলা বৈশাখ!

নতুন পোষাক গায়ে দিয়ে
মঙ্গলযাত্রায় অংশ নিয়ে
খুশির পরশ মাখ্
মনের গ্লাণি ভুলিয়ে দিতেই
এসেছে বৈশাখ!

বাঘ
গল্প
রোমেল রহমান



বৈশাখ মাসের বিভৎস গরমে বাঘ গলা ডুবিয়ে ভাসতে থাকে ভৈরবের এক কিনারায়! ঘাটে বান্ধা একটা নৌকায় চিৎ হয়ে বিড়ি ফুক্তে ফুক্তে বললাম, পানি কেমন ঠান্ডা? বাঘ বল্ল, বৈশাখ মাসের মতো ঠান্ডা! আমি বললাম, মার্হাবা! বাঘ বল্ল, ক্যান ওস্তাদ? আমি বললাম, উত্তরডা উত্তরের মতন হইসে তাই! বাঘ বল্ল, সবই আপনার ল্যাজে ঘোরাঘুরির ফসল! আমি বললাম, আমার তো ল্যাজ- ল্যাঞ্জা কিছু নাই! বাঘ বল্ল, সব ল্যাজ কি আর দেহা যায় ওস্তাদ? আমি বললাম, জ্ঞান তো তোমার বাংগির মতন ফাটতেছে! বাঘ বল্ল, বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ফাটতেই থাকবো। আমি বললাম, ফাইটা চৌচির হয়্যা যাক! বাঘ বল্ল, ওস্তাদ কি পেরেশানে আছেন? নাকি গরমে গরম হয়্যা আছেন? আমি বললাম, এন্নেই! ভাবতেছি! বাঘ বল্ল, কি ভাবেন ওস্তাদ? আমি বললাম, কয়্যা ফেললে তো ভাবনা ফুসস! আগে হ্যাজায় ফুইলা ফাইপা নিই, তারপর গন্ধ ছড়াবু! বাঘ খলবলিয়ে হেসে বল্ল, ওস্তাদ একটা গল্প শুনবেন? আমি বললাম, মনে এতো কুরকুরানি থাকলে চাপাচাপি না কইরা কয়্যা ফেলাও! বাঘ বল্ল, এক গরিব লোক এইরকম গরমের দিনে বিরাট এক তরমুজ কিন্যা বাড়ি ফিরতেছিলো! মাঝ পথে ফাঁদ পাইতা বইস্যা ছিলো গুম বাহিনী! তো লোকটা যখন ঘের খায়া গেলো তখন গুম বাহিনী লোক্টারে তরমুজসহ গুম কইরা ফেল্লো!! গাড়িতে তুইলা এক গুমওয়ালা বন্দুক উচায়া বল্ল, তরমুজ নামায় রাখ গাধা! কিন্তু লোকটা বল্ল, জীবন গেলেও তরমুজ ছাড়বো না! আরেক গুমওয়ালা বল্ল, তুই কি পাগল না চুতিয়া? লোকটা বল্ল, তরমুজ আমার বাচ্চা খাইতে চাইছে, এইটা ছাড়লে তোমরা খায়া ফেলবা, সেইটা হইতে দেয়া যায় না! প্রথম গুমওয়ালা বল্ল, আমরা তোরেই খায়া ফেলতে পারি আর তুই আছস তরমুজ নিয়া? জান বড়, না তরমুজ বড়? লোকটা বল্ল, আপাতত তরমুজ! তখন দ্বিতীয় গুমওয়ালা বল্ল, তরমুজ গেলে তরমুজ পাবি জান গেলে পাবি না! লোকটা বল্ল, তরমুজ গেলে সর্বনাশ আর তরমুজসহ জান গেলে অন্তত মাইয়া জানবো বাবা তরমুজ নিয়া আসতেছিলো কিন্তু তারে আসতে দেয়া হয় নাই! ফলে তৃতীয় গুমওয়ালা খেকিয়ে বলে ওঠে, মাদারচোদ ডিটু খায়া আসছে স্যার! ঘেটির উপ্রে দিয়া তরমুজটা নেন দেখি! এইসব কথাবার্তা চলতে চলতে গাড়ি একটা ফাঁকা মাঠের কিনারায় থামে। চতুর্থ গুমওয়ালা লোকটার মাজায় বুটের লাথি মেরে বলে, নাম ব্যাটা তরমুজ! রঙ বাইর করবো তোর! লোকটা তখন তরমুজসহ নামে! চতুর্থ গুমওয়ালা বলে, নে তরমুজ রাইখ্যা দৌড় দে! লোকটা তখন চতুর্থ গুমওয়ালার হাতে তরমুজ বাড়িয়ে দিয়ে বলে, নেন মাইয়াডারে পারলে পৌঁছায় দিয়েন! তারপর সে দৌড় দেয়! ফলে তরমুজ আর বন্দুক হাতে ব্যারাছ্যাড়ায় পড়ে যাওয়া চতুর্থ গুমওয়ালা গুলি করতে ভুলে যায়! পরেরদিন সকালে দেখা যায় ঐখানে একটা গুলিবিদ্ধ তরমুজ পড়ে আছে, তরমুজের লাল রসে বৈশাখ মাসের খটখইট্যা মাটি ভেজা! এখন বলেন তো ওস্তাদ গল্পডার মাজেজাটা কি? আমি মশা তাড়াতে তাড়াতে বললাম, গুলি খাইলে সবারই রক্ত ঝরে! বাঘ বল্ল, উঁহু হয় নাই ওস্তাদ, হলুদ তরমুজ আইজকাল মার্কেটে আছে! মূল মাজেজাটা হইলো তরমুজেরও প্রাণ আছে! আমি বললাম, আচ্ছা বুঝলাম, তুমি জ্ঞানের ভারে হাবুডুবু খাইতেছো ভৈরবের জলে! বাঘ তড়াক করে লাফিয়ে আমার নৌকায় উঠে বল্ল, বিশ্বাস না হইলে চলেন তরমুজ ক্ষেতে, হলুদ মাল দেখায় আনি! আমি বললাম, চলো! তারপর আমি বাঘের পিঠে চড়ে তরমুজ ক্ষেতের দিকে যেতে যেতে বললাম, ক্রসফায়ারের সামনে রক্তের রঙ লাল নীল হলুদ সবুজ সবই হইতে পারে! বাঘ প্রাজ্ঞের সুরে বল্ল, মানুষ তরমুজও হইতে পারে ওস্তাদ, আবার তরমুজও মানুষ! আমি বললাম, হু! মাঝখান দিয়া বাচ্চাটার কপালে তরমুজ জুটলো না, সেকি এখনো জানালা দিয়া তাকায় আছে তরমুজ হাতে বাপের ফেরার অপেক্ষায়? বাঘ থেমে গিয়ে মায়া মায়া চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো! আকাশে তখন নিকটবর্তী অমাবস্যার তেলতেলে অন্ধকার। ■

লাল দরজা
সুলতান মাহমুদ রতন

মা উঠোনে।

শাড়ির আঁচল কোমরে গোঁজা, চুল পেছনে টেনে বাঁধা, ভেজা মাটি আর গোবর মিশিয়ে ধীরে লেপছেন উঠোনখানি। যেন কোনো পুরোনো দিনের গান গাইছেন, কথা নেই, শুধু সুর। হাতের ভেতর থেকে প্রতি চাপে যেন বেরিয়ে আসছে এক ধরনের প্রাচীন ছন্দ। উঠোন জুড়ে নীরব শীতলতা আল্পনার মতো ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয় কোন নতুন দিনের জন্য সে মাটিকে প্রস্তুত করছে।

বৈশাখের প্রথম দিনের সূর্য উঠছে। তীর্যক আলো এসে পড়ল মায়ের পিঠে– ঘামে ভেজা ত্বকে সেই আলো ঝিলমিল করে উঠল।

বাবলুর ঘুম ভাঙল। ঘুম ভাঙতেই উঠোনে এসে একটা ধাক্কা খেল। দেখল তাদের বাড়ির উঠোনের ঠিক মাঝখানে একটা অদ্ভুত দরজা দাঁড়িয়ে। লাল দরজা। আগে কখনো সে এমন দরজা দেখেছে তা ঠিক মনে করতে পারে না। আবার মনে হয়, হয়তো বহুদিন ধরে এই দরজাটা এখানেই ছিল। কোনো দেয়াল নেই, শুধু দরজা– যেন বাতাসের ভেতর থেকে কেউ একটা প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে।

মা বললেন- 'ওই দরজাটা আজ খোলো।'
বাবলু বলল 'কোথায় যায়?'
মা তাকালেন না। শুধু বললেন, 'যেখান থেকে এসেছো'
বাবলু বুঝতে পারল না।
সে দরজার কাছে গেল; আস্তে ঠেলে ঢুকে পড়ল।

অমনি ঢাকের শব্দ শুনতে পেল দূর থেকে আসছে। তার মনে হলো মাটির প্রাচীন কোন স্পন্দন বুকের ভেতরে নড়ছে। যেন তাকে ঘিরে একটা গোটা উৎসব আসছে। চারপাশে বিচিত্র রঙ, সেই রঙ যেন অনেক দিনের লুকিয়ে রাখা নিজের ভেতর ঘরে জমে থাকা তীব্র আলো। কাঁচা আম, লবণ, শুকনো মরিচ, মুড়ি-মুড়কি, বাতাসা, কদমা– সব মিলিয়ে বাতাসে এক অদ্ভুত স্বাদ।

বাবলু সামনে এগিয়ে যায়, উৎসবের হইচই, ঢাকের শব্দ, ফুলের গন্ধ, মানুষের ভিড়– সব পেছনে ফেলে। দেখলো এই উৎসব আয়োজনের অদূরেই বটের ছায়ায় মাথায় গামছা, পায়ে মাটির দাগ, গায়ে ঘামে লেপ্টে থাকা জরা-জীর্ণ জামা পরে বসে আছেন একজন। সারাজীবন যিনি মাটি কামড়ে ধরেছেন, মাটিও তাকে ছাড়েনি। অদ্ভুত শান্ত তার দুই চোখ। বাবলু খুব খেয়াল করে দেখলো একদম ঠিক তার বাবার মতো হুবহু চোখের কোণের ভাঁজ, ঠোঁটের বাঁক, কপালের শিরা। বাবলু খুব শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখানে বসে?

সে বলল, 'হ্যাঁ তোমাকে বলতে এলাম।'
'কি?' 'ভালো থেকো'– এটুকুই?
লোকটা হাসলেন– সেই হাসিতে কোথাও দূরে আরেকটা দরজা খুলে গেল।
বললেন– 'দীর্ঘ হও। বীজ ফেলো।'
'কিসের বীজ?'
'যা আছে অথচ হারিয়েছো।'
'হারানো জিনিস কি ফেরে?'
লোকটা চুপ করে রইলেন একটুক্ষণ। দূরে ঢাক বাজছে। বাতাসে বটের পাতা নড়ল। একটা ধূসর পাতা পায়ের সামনে এসে পড়লো।
তিনি বললেন– 'এই পাতা কি ফিরবে?'
বাবলু বললো– না। তিনি বললেন– 'পাতারা হারায় না?' একটু সময় নিয়ে আবার বললেন– 'কিছুই হারায় না।'
বাবলু আর কথা বললো না। রবীন্দ্রনাথের সেই গান একটু গুনগুন করে গেয়ে উঠলো – 'তোমায় আমি হারাই যদি, তুমি হারাও না যে.. ■

উন্মাদ বৃষ্টি
পলটু বাসার

ঢাকার ফুটপাতে হাঁটছিলাম আমরা
হঠাৎ বৃষ্টি এসে আমাদের ভিজিয়ে দিলো
বললাম, ভালোই হয়েছে
কাছে এসো, আরো কাছে
আমাদের দু' জনের তাপে ও শুকিয়ে যাক
বৃষ্টিটা খুব খুব উন্মাদ ছিল
আমার কথা শোনে না
ঝটকায় ঝটকায় তোমার চুল গ্রীবা ছুঁয়ে
বুকের পরে পড়তে লাগলো
বুকের পরে কোমল আলোয় বৃষ্টির জল
মন্থন করে চুঁইয়ে পড়ল দিগম্বর নাভিমূলে
কিছুটা ছিটকে যায় এদিক সেদিক
আমি বললাম, হচ্ছেটা কি
তুমি হাসলে। যেন প'টে গেছো ওর আলিঙ্গনে
বললাম, আরো কাছে এসো
আমাদের ওমে ও শুকিয়ে যাক
তুমি হাসলে, বললে থাক না কিছুক্ষণ

এখন তুমি বৃষ্টির হয়ে গেছো
আর আমি একা
অথচ আমরা কত কাছাকাছি

আসলে সাঝে মাঝে
কাছে থাকলেই কাছে থাকা হয় না।

প্রথম দেখা
আমিরুল বাসার

তোমার আমার প্রথম দেখা
বোশেখ মাসের প্রথম দিন
সাঝ প্রভাতের হিমেল হাওয়া
মন ছুটেছে তা-ধিক-ধিন।

রমনা পার্কের সবুজ ঘেরা
আসন পাতা সবুজ ঘাস
কালো খোঁপায় রঙ বাহারি
ফুল পরীদের বকুল চাষ।

গান গেয়ে যাই এসো হে...
মুখে সবার এক সুরে গান
সব বোশেখের প্রথম দিনে
এমনি করে জুড়াক প্রাণ।

বৈশাখের ছড়া
মনিরুজ্জামান মুন্না

তারিখ লিখি ইংরেজিতে
হিসাব লিখি তাও
কি হবে বাংলা সংখ্যা
মনে রেখে ফাও।

ছেলে মেয়ে ইংরেজিতে
ভীষণ পাকা ভাই
বাংলাতে হোক একটু কাঁচা
কি হয়েছে তাই।

বৈশাখ এলে পান্তা-ইলিশ
নাটকীয় বেশ
ভালোবাসার আজব দশা
সাব্বাস বাংলাদেশ।

নববর্ষের ফুটনোট
শুভ্র আহমেদ

পিচের বদলে কংক্রিটের রাস্তা
দাঁড়িয়ে আছি নববর্ষের অপেক্ষায়
বাচ্চাদের সাথে শূন্যতা নিয়ে খেলছি
শূন্যতার জন্য আমার অনেক আকাশ চাই
নীল ছাড়াই ওরা শূন্যতা ভরে নিচ্ছে বেলুনে।

নববর্ষ এলো
একটি ছেঁড়া ছাতার ভেতর দিয়ে
বৃষ্টির বদলে ঝরতে লাগলো পুরনো কথোপকথন
আমি তাকে ইলিশ-পান্তার থালায়
নামিয়ে নিলাম লঙ্কার ঝাঁঝে,
এভাবেই সাহিত্যের পুঁথি লিখেছি রুদ্রবীণায়
ঝালরের যত্নে মুড়ে তালপাতার হাতপাখায়।

'যাও পাখি বল তারে
সে যেন ভোলে না মোরে'
হাতপাখাখানা আমাদের বুক ছুঁয়ে থাকে।
সূর্যটা আজ টকমিষ্টি স্বাদের একটা কমলালেবু
সবাই মিলে খোসা ছাড়াচ্ছি
স্বপ্নের উপর স্বপ্নের পলেস্তারা বসিয়ে
আমরা যখন জলখাবারে ব্যস্ত
একজন মানুষ নিজের ছায়াকে জড়িয়ে ধরে
বলে উঠলো- 'তুমি-ই আমার আগামী বছর'।
টেবিলের উপরে দু' পেয়ালা চা
বাষ্প উড়ে যাচ্ছে বৃষ্টি ডেকে আনতে-
সবকিছু ফুটনোটে লেখা থাকে।

আলাহিয়া বিলাবল
দিলরুবা

সোনার খাঁচায় স্বেচ্ছাবন্দী সোহাগী হীরামন
কেমন আছো তুমি?
আজও কি প্রভাতে আশাবরী রাগে
ঘুম ভাঙাও কারো?
না-কি রাত্রি জাগরণের শ্রান্তি জড়িয়ে
অলস আঙুলে ঝঙ্কার তোলো
আলাহিয়া বিলাবলে।
শ্বেত পাথরের প্রাসাদের জাফরি গলে
নরম কোমল আলো
ভিজিয়ে দিচ্ছে তোমার সোনার অঙ্গ
তুমি সে আলোর অবগাহনে মোমের মতো
গলতে গলতে, কড়ি থেকে মধ্যমে বুনে চলেছো
মায়াবী সুরের জাল।
তুমি চাওনি বলে এ জীবনে কিছুই হওয়া হলো না আমার
জলে ডোবা সোপানে দাঁড়িয়ে কে যেন ধরেছে ভৈরব
আমি একবুক জলে দাঁড়িয়ে নতুন সূর্যের দিকে চেয়ে
অনুচ্চারে উচ্চারণ করছি
ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম।

বৈশাখ অ্যাপোরিয়া
(an aporic fragmentism)
সায়েম ফেরদৌস মিতুল

"শুভ নববর্ষ" শব্দটি
ঠিক কতো কোটি উচ্চারণে সত্যি হয়?
কতোবার মাটির গায়ে আগুন লিখলে
বিশ্বাস করবেন রোদ আজও আগুন?
মূলত পুরনো আগুনের পুনঃপ্রচার?
ইদানিং ভাঙনকেই পরিবর্তন বলি।
তবে কে শেখালো সে ভাষা কে জানে!
বৈশাখও ভেঙে পড়ে।
ঋতুও ভেঙে পুড়ে সবকিছু নতুন
না, সবকিছু অনুমান!
কেবল কাঁপনটি সত্য।

ওটুকু সত্য-উদযাপিত শহরে
মুখোশক্লান্ত মুখে "শুভ" উচ্চারণ !
ঠিক কার কম-বেশি হোলো বলতে পারেন?
আর লাল-সাদা-হলুদ?
collapses into iterable absence.
যদিও মানুষেরা উৎসবের অনুবাদ ভুলে গেছে।
নিজেদেরও।
পাঠের আগেই মুছে ফেলে সব।
মুখ দ্ধ মুখোশ স্ট লাল-সাদা-হলুদ দ্ধ
বৈশাখ স্ট মানুষ = অ্যাপোরিয়া।

আমি নীরবতা বেছে নিয়েছি।
কিছুই বলবো না আর।
প্রেমিকাহীন রোদ-আগুনে দাউদাউ।
যে পারে সে লিখে নিক নিজেকে।
আমার বৈশাখ অসমাপ্ত যতি চিহ্ন।
প্রতি বছর বদলে নেবো...

বোশেখের বার্তা
শিরিন সাদী

এসো হে মাধব, দাও ধুয়ে অবনী
বড়ো বেশি জঞ্জাল জমেছে দেখো
ধুলো বালি ঝুল ঝালি ভরপুর ধরণী।
এসো, এসো হে মুক্তরঙা বারিধারা
হয়েছে মলিন নগরীর কুঁড়েঘর
অর্ধমৃত প্রাণগুলো আজ বড্ড ক্লান্ত-নিথর।
পৌষ গেলো বসন্ত হলো গত
প্রয়োজন একটা ঝড়ের পূর্বাভাস
নিস্প্রভ অরণ্যানী পিপাসার্ত আজ
জীর্ণ শীর্ণ জীবনের ভার বয়ে
অশীতিপর বসুধা গুমরে কাঁদে
একটা ঝঞ্ঝা; একটা তুফান হলে ভালো হয়
প্রহর গুনছে ওরা...
একটা তছনছ করা ভাঙনের সুর কামনায়।
এসো, এসো হে হিমশীতল শিহরণ
ঊর্ধ্বমুখী তীর্থযাত্রীর প্রার্থনা
উন্মুখ দগ্ধ পারিজাত।
মাঝদুপুরের পুড়ে যাওয়া
ধোঁয়া ওঠা তপ্ত দগদগে ক্ষত ভরা তল্লাট!
কান পেতে শোনো, ঐ শোনো
গুমোট ভরা মৌসুমী বাতাস
থমথমে হলো সোনালী আকাশ।
আবির্ভাবের ক্ষণ দাঁড়িয়ে দুয়ারে
এবারে বসন্তগীত ভোলো...ভুলে যাও।
পেয়েছি তপ্ত হাওয়ার উষ্ণতা ভরা ঘ্রাণ।
ওগো মুখ তোলো,
তোলো ভৈরবী তাল তোলো।
খবর এসেছে পাক্কা;
মেঘ পাঠালো পত্র!
আজ ওরা নামবে সদলবলে, দেবে জল!
বৃষ্টি হবে বৃষ্টি...এসেছে বার্তা বোশেখের!